জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP. 08 2006
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

রেকর্ড জিপিএ-৫, সর্বাধিক পাস

এক নজরে এইচএসসিতে বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

গ্রেড	জিপিএ ৫ ৮০-১০০ নম্বর	জিপিএ ৪-৫ ৭০-৭৯ নম্বর	জিপিএ ৩.৫-৪ ৬০-৬৯ নম্বর	জিপিএ ৩-৩.৫ ৫০-৫৯ নম্বর	জিপিএ ২-৩ ৪০-৪৯ নম্বর	জিপিএ ১-২ ৩৩-৩৯ নম্বর	মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	পাসের হার
ঢাকা	৪,৮৩৭	২৪,৬২১	১৮,৫২২	১৯,৩০১	২৭,২৮১	৪,১২৯	৯৮,৬৯১	৭৪.৭৬
রাজশাহী	২,০৩৫	১০,৯৯৭	১১,৫২৬	১২,১৬৭	১৪,৮৪৪	৩,০৮৮	৫৪,৬৫৭	৫৬.৭৬
চট্টগ্রাম	১,০০৬	৪,৫৭৭	৩,৭১৩	৩,৮৮১	৫,২৫৫	৮৮৪	১৯,৩১৬	৬১.৪৫
কুমিল্লা	৪৪৭	৪,২৪০	৫,০৪২	৬,২৮৯	৯,৫৪৩	১,৭০৭	২৭,২৬৮	৬৩.৭৩
যশোর	৭৩২	৭,৭০০	৭,৩৯১	৮,২৫৪	৯,৯৪৯	১,৬১০	৩৫,৬৩৬	৫৪.৪০
বরিশাল	২৩৯	২,৪৪২	২,৭৪৩	৩,৫১০	৫,৪৭১	১,১৬৭	১৫,৫৭২	৬১.৫০
সিলেট	১৫৪	১,০৩৬	১,৪৩১	২,২৯৩	৫,৫৯৩	১,৭১১	১২,২১৮	৬৫.৪৫
মোট	৯,৪৫০	৫৫,৬১৩	৫০,৩৬৮	৫৫,৬৯৫	৭৭,৯৩৬	১৪,২৯৬	২,৬৩,৩৫৮	৬৩.৯২

এইচএসসিতে পাসের হার ৬৩.৯২, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৪৫০ শিক্ষার্থী, ভোটের রাজনীতি নয় তো?

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রেকর্ড পরিমাণ জিপিএ-৫ এবং এ যাবতকালে সর্বাধিক পাসের হারের মধ্য দিয়ে দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা এইচএসসির ফল প্রকাশ হয়েছে বৃহস্পতিবার। একই সঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিম, ফাজিল, কামিল এবং কারিগরি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ ডিপ্লোমা ইন

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

এসএমএসের মাধ্যমে পাওয়া এইচএসসিতে সাফল্যের খবরে উল্লসিত ছাত্রীরা —হাসানুজ্জামান

রেকর্ড জিপিএ-৫

(প্রথম পাতার পর)

কমার্স পরীক্ষার ফলও প্রকাশ করা হয়। জোট সরকারের আমলে শেষবারের এ পরীক্ষায় বাম্পার ফল হয়েছে! পাসের হার এবং জিপিএ-৫ দুটোই বেড়েছে অবিশ্বাস্যভাবে। এইচএসসি পরীক্ষায় সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে এবার পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৬৩ দশমিক ৯২। গত বছর এই হার ছিল ৫৯ দশমিক ১৬। জিপিএ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের পর এবারই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ নয় হাজার চার শ' পঞ্চাশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। গত বছরের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। গতবার জিপিএ-৫ পেয়েছিল পাঁচ হাজার পাঁচ শ' নয় জন। জিপিএ-৫-এর ভিত্তিতে এবারও দেশসেরা হয়েছে রাজধানীর নটরডেম কলেজ। এখানে সর্বাধিক জিপিএ-৫ পেয়েছে আট শ' ৭৫ জন।

সাত বোর্ডে মোট চার লাখ বারো হাজার চব্বিশ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে দুই লাখ ৬৩ হাজার তিন শ' ৫৮। সাত বোর্ডসহ মাদ্রাসা ও কারিগরি মিলে মোট পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৬৫ দশমিক ৬৫। অবিশ্বাস্যভাবে এবার সবচেয়ে বেশি পাস করেছে মাদ্রাসা বোর্ডে। এখানে পাসের হার হয়েছে ৭৫ দশমিক ২৩। তবে এত ভাল রেজাল্টের মধ্যে নয় বোর্ডে ৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন শিক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি।

জোট সরকারের শেষ সময়ে এসে শিক্ষায় এমন কি ঘটে গেলো যে এই অবিশ্বাস্য ফল হলো। এ নিয়ে ইতোমধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আগামী নির্বাচনে ভোটের রাজনীতির বিবেচনা করে ফল ভাল করা হয়েছে বলেও কেউ কেউ অভিযোগ করছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, শিক্ষার গুণগত মান বেড়েছে, পড়াশোনা বেড়েছে— যে কারণে ফল ভাল হয়েছে। এটি ভাল ফলের ধারাবাহিকতা মাত্র। এখানে অন্য কিছুই নেই। তিনি জানান, তাদের জীবদ্দশায় এইচএসসিতে এটাই সবচেয়ে ভাল রেজাল্ট।

বৃহস্পতিবার বিকাল চারটায় সারাদেশে ফল প্রকাশের নির্ধারিত সময় থাকলেও শহরকেন্দ্রীক নামীদামী কলেজে আগেই ফল পেয়ে যায় শিক্ষার্থীরা। উদ্বিগ্ন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সকাল থেকেই কলেজে ভিড় জমায় ফল সংগ্রহের জন্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফল পাওয়ার পর শুরু হয় নানা প্রতিক্রিয়া। ভাল ফলের আনন্দে কারও মুখে ছিল হাসির বন্যা আবার কাঙ্ক্ষিত ফল না পেয়ে কারও চোখে বেদনার অশ্রু। যাদের ভাল রেজাল্ট হয়েছে তারা ছুটে গেছে মিষ্টির দোকানে। মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেটের বদৌলতে মুহূর্তেই রেজাল্টের আনন্দ চলে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে প্রিয়জনদের কাছে। তবে ওয়েবসাইটে ফল পেতে অনেক সময় লেগেছে।

দুপুরে নয় শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল হস্তান্তর করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী সার্বিক ফলে সন্তোষ প্রকাশ করে এই ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক উপস্থিত ছিলেন।

এবারের ফলে দেখা গেছে পাসের হার গতবারের চেয়ে প্রায় ৫ ভাগ বেড়েছে। জিপিএ-৫ও গতবারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। তবে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা হিসেবে জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই দশমিক দুই ভাগ শিক্ষার্থী। সাত শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে এবার সবচেয়ে বেশি পাস করেছে ঢাকা বোর্ডে। এই বোর্ডে পাসের হার ৭৪ দশমিক ৭৬। সবচেয়ে কম পাসের হার যশোর বোর্ডে। এখানে পাসের হার ৫৪ দশমিক ৪০। এবারে নয় বোর্ডেই ছেলে ও মেয়েদের পাসের হার প্রায় সমান সমান। নয় বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৬৬ দশমিক ৩৬ এবং মেয়েদের ৬৪ দশমিক ৬৪। তবে মেয়েরা দিন দিনই এগিয়ে যাচ্ছে। বিভাগওয়ারী মেয়েরাই এগিয়ে। সাত শিক্ষা বোর্ডে বিজ্ঞানে মেয়েদের পাসের হার ৭০ দশমিক ৫৭ এবং ছেলেদের ৬৬ দশমিক ৭৪। মানবিকে মেয়েদের পাসের হার ৫৭ দশমিক ২৩ এবং ছেলেদের ৫৪ দশমিক শূন্য ৪। বাণিজ্যেও মেয়েদের অবস্থান এগিয়ে। এখানে মেয়েদের পাসের হার ৭৮ দশমিক ৬৯ এবং ছেলেদের ৭৩।

মাদ্রাসা-কারিগরিসহ নয় বোর্ডে এবার মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে নয় হাজার আট শ' ৬৪। এরমধ্যে সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডেই নয় হাজার চার শ' পঞ্চাশ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। বাকি চার শ' বারো শিক্ষার্থী মাদ্রাসা এবং দুই জন কারিগরি বোর্ডে।

সাত বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে সর্বাধিক চার হাজ[ার আট] শ' ৩৭ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ মেধার স্বাক্ষর রে[খেছে]। সবচেয়ে কম জিপিএ পেয়েছে সিলেট বোর্ডে[।] [সিলেট] বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক শ' চুয়ান্ন শি[ক্ষার্থী]। অন্যান্য বোর্ডের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে রাজশাহী[তে] দুই হাজার ৩৫, চট্টগ্রামে এক হাজার ছয়, কুমিল্লায় [চার শ'] সাতচল্লিশ, যশোরে সাত শ' বত্রিশ এবং বরিশালে [দুই শ'] ৩৯ জন।

এবারে সাত বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় মোট চ[ার লাখ] বারো হাজার ২৪ শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে দ[ুই লাখ] ৬৩ হাজার তিন শ' আটান্ন জন। এরমধ্যে ঢাকা[য়] এক লাখ বত্রিশ হাজার ১৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ [হয়েছে] ৯৮ হাজার ৬শ' ৯১। এখানে পাসের হার হয়ে[ছে ৭৪] দশমিক ৭৬। এই বোর্ডে ছেলেমেয়েদের পাসে[র হার] হয়েছে সমান। ছেলেদের হার ৭৪ দশমিক ৭[...] মেয়েদের হার ৭৪ দশমিক ৭৫। রাজশাহী বোর্ডে [...] হাজার দু'শ' ৮৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৫৪ [হাজার] ৬শ' ৫৭। এই বোর্ডে পাসের হার ৫৬ দশমিক [৭৬।] যশোর বোর্ডে ৬৫ হাজার ৫শ' ১১ শিক্ষার্থীর মধ্যে [পাস] হয়েছে ৩৫ হাজার ৬শ' ৩৬। এখানে পাসের হ[ার ৫৪] দশমিক ৪০। কুমিল্লা বোর্ডে ৪২ হাজার ৭শ' [...] শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৭ হাজার ২শ' [...] এই বোর্ডে পাসের হার ৬৩ দশমিক ৭৩। সিলেট [বোর্ডে] আঠারো হাজার ৬ শ' ৬৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস [করেছে] বারো হাজার দু'শ' আঠারো শিক্ষার্থী। এই বোর্ডে [পাসের] হার ৬৫ দশমিক ৪৫। চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩১ হাজার ৪[...] শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে উনিশ হাজার ৩শ' [...] এই বোর্ডে পাসের হার ৬১ দশমিক ৪৫। সাত [বোর্ডে] মধ্যে বিজ্ঞানে পাসের হার ৬৮, মানবিকে ৫৫ দশমি[ক ...] এবং বাণিজ্যে ৭৪ দশমিক ৬৯। বিজ্ঞানে জি[পিএ-৫] পেয়েছে ছয় হাজার নয় শ' ৪৭, মানবিকে ছ শ' ১[...] বাণিজ্যে এক হাজার আট শ' ৮৪। সাত বোর্ডে মে[...] হাজার চার শ' ৫০ জিপিএ-৫ ধারী শিক্ষার্থীর [মধ্যে] ছাত্রসংখ্যা পাঁচ হাজার ৬ শ' একুশ এবং ছাত্রী সংখ্যা [তিন] হাজার আট শ' উনত্রিশ।

চলতি বছরের ১৪ মে পরীক্ষা শুরু হয়ে লিখিত [পরীক্ষা] শেষ হয় ২২ জুন। এর পর ব্যবহারিক পরীক্ষা অ[নুষ্ঠিত] হয়। অতঃপর লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ৭[...] এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬৫ দিনের [মাথায়] ফল প্রকাশ হলো। এত কম সময়ে এইচএসসির [ফল] প্রকাশের ঘটনা নজিরবিহীন। গত বছরও '৯৬ [...] মাথায় ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। শুধু ফল প্রকাশই [নয়] এবার পাসের হার এবং জিপিএ-৫ সবই অবিশ্বাস্য [ভাবে বৃদ্ধি] হয়েছে। জোট সরকারের শেষ সময়ে সব কিছুতেই [...] সাফল্যের পেছনে আগামী নির্বাচনে ভোটের রাজনীতি[কে] বড় কারণ হিসেবে কেউ কেউ বিবেচনা করছে। কেউ বলেছেন পরীক্ষার খাতা দেখায় উদারীকরণ অবলম্বন করে পাসের হার বাড়ানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন[ে] শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক সাংবাদিকদের ফল স[ম্পর্কে] নানা তথ্য জানান। এ সময় শিক্ষা সচিব মোম[...] ইসলামসহ বোর্ড চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছি[লেন।] শিক্ষামন্ত্রী জানান, তাঁর জীবদ্দশায় এইচএসসিতে সবচেয়ে ভাল রেজাল্ট। ফলের ধারাবাহিক সাফল্য [...] তিনি জানান, আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে [বলে] আশা করছি। তাঁর দাবি, শিক্ষার গুণগত মান বেড়ে[ছে।]